**জনাব পিরু মোল্লা, প্রশিক্ষণার্থী এর অনুভূতি**

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।

০১। বাংলাদেশ লোক-প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক পরিচালিত ৭৫তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের সনদ বিতরণ ও সমাপন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা এমপি। মাননীয় প্রতিমন্ত্রী, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় জনাব ফরহাদ হোসেন এমপি, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব জনাব মোহাম্মদ মেজবাহ উদ্দিন চৌধুরী, বিপিএটিসি'র রেক্টর ও সরকারের সচিব জনাব মোঃ আশরাফ উদ্দিন, উপস্থিত সুধী ও সহপ্রশিক্ষণার্থীবৃন্দ

আসসালামু আলাইকুম ও শুভ সকাল।

০২। শুরুতেই গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালী জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে, যাঁর ত্যাগে ও সংগ্রামে আমরা পেয়েছি এই স্বাধীন স্বদেশ।শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি, ১৫ আগস্টের বিভীষিকাময় রাতে ঘাতকের বুলেটে শাহাদাত বরণকারী বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবসহ বঙ্গবন্ধু পরিবারের সকল শহীদকে।সশ্রদ্ধচিত্তে স্মরণ করছি মহান মুক্তিযুদ্ধে আত্মোৎসর্গকারী ৩০ লক্ষ শহীদ, দু'লক্ষ মা-বোনদের- যাঁদের রক্তের বিনিময়ে পেয়েছি আমাদের অমূল্য স্বাধীনতা।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

০৩। আজ আমি স্বপ্নপূরণ আর ভাগ্যবদলের গল্প বলতে এসেছি ।এই স্বপ্নপূরণ আমার মতো হাজারো কর্মপ্রত্যাশী তরুণের, এই ভাগ্য বদল চিরায়ত বাংলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা কোটি প্রাণের।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

০৪। আমি এসেছি ফরিদপুর জেলার শোভারামপুর গ্রামের এক ভূমিহীন কৃষক পরিবার থেকে।বাবা আর ভাইদের সাথে অন্যের জমিতে সেচ দেওয়া, চুক্তিতে ধান-পাট কাটা, ক্ষেত নিড়ানী দেওয়া ছিল আমার পরিবারের উপার্জনের উৎস। ঝড়-বৃষ্টির রাতে ছনের ঘরের চালা উড়ে যাওয়ার ভয়ে ঘুম হতো না আমাদের।

০৫। সেই আমারই ইচ্ছা ছিল প্রকৌশলী হবার। কিন্তু,বিজ্ঞান বিভাগে পড়াশোনার খরচ চালিয়ে যেতে পারবো কিনা সে আশংকা ছিল। আমার ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার স্বপ্নটা প্রায় শেষ হতে যাচ্ছিল যদি না রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান ও ইলেক্ট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং এ পড়ার সুযোগ পেতাম। কেননা, অর্থের অভাবে কেবল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া অন্য কোথাও ভর্তি ফর্ম তুলতে পারিনি।

০৫। বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম বর্ষে পড়ার সময় মাঝেমধ্যেই আমার ভাইয়ের সাথে আমাকে রাজমিস্ত্রীর কাজে যেতে হতো । প্রাইভেট টিউশন না পাওয়া পর্যন্ত প্রথমবর্ষের বেশিরভাগ সময় আমি সকালে নাস্তা করতে পারিনি। হলে ১৫ টাকায় দুপুরের খাবার এবং ১২ টাকায় রাতের খাবার - এই মোট ২৭ টাকায় আমার দু'বেলা খাবারের খরচ মিটতো।রাতের খাবার থেকে পরদিন দুপুর পর্যন্ত প্রায় ১৮ ঘন্টা না খেয়ে থেকে, আমার মনে আছে, ল্যাব থেকে আসার সময় ক্ষুধায় বাঁকা হয়ে যেতাম আমি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,

০৬। এমন একটা অনিশ্চিত জীবন থেকে উঠে এসে আজকে আপনার সামনে কথা বলার সুযোগ পেয়েছি বলে ,পরম করুনাময় মহান আল্লাহর নিকট লাখোকোটি শুকরিয়া। বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া অসংখ্য তরুণের মত আমারও স্বপ্ন ছিল সিভিল সার্ভিসের চাকরি। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী,সরকারি চাকরি প্রাপ্তিতে আপনি মেধাকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে নিরপেক্ষতা, স্বচ্ছতা ও যোগ্যতার মূল্যায়ন নিশ্চিত করেছেন। ফলে ৪০তম বিসিএস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মচারি হিসেবে জনগণের সেবায় নিয়োজিত হবার সুযোগ পেয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনাকে জানাই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা।

০৭। কিন্তু এখানেই গল্পের শেষ নয়। ২০২০ সালের আগস্ট মাসের ৩ তারিখ আমার প্রথম চাকরিতে যোগদানের দিনই আব্বার ফুসফুসে ক্যান্সার ধরা পরে। এর দু'মাস আগে করোনা আক্রান্ত হয়ে ভগ্নিপতি মারা যান। সন্তানসম্ভবা বোন আর তার দুই সন্তানের ঠাঁই হয়েছিল আমাদের বাড়িতে।চরম আর্থিক সংকটে যখন আব্বার চিকিৎসা প্রায় বন্ধ, তখন আব্বার চিকিৎসার জন্য সরাসরি আপনার নিকট আর্থিক সাহায্য চেয়ে আবেদন করেছিলাম। বিশ্বাস ছিল, মাননীয়

প্রধানমন্ত্রীর সাড়া পাবো। কিন্তু এত দ্রুত সাড়া পাবো, এটা ছিল ধারণাতীত। মাত্র ক'দিনের মধ্যেই জেলা প্রশাসক, ফরিদপুর আমার আব্বাকে ফোন করে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সাহায্য প্রদানের খবরটি জানান। কিন্তু চিকিৎসা শুরুর মাত্র ১৫ মাস পর আব্বা মারা যান। এর কিছুদিন পর মেঝ ভাই এবং বিধবা বোনের শরীরেও ক্যান্সার শনাক্ত হয়। পরিবারের এমন মানবিক বিপর্যয়ের মধ্যে আবারও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আপনি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। আমাদের বিপদে সাহায্যকারী হিসেবে বারবার আবির্ভূত হওয়া মমতাময়ী প্রধানমন্ত্রীকে সরাসরি কৃতজ্ঞতা জানানোর সুযোগ পেয়ে আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি।

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

০৮। আপনি দেশের উন্নয়নে মেগাপ্রকল্পগুলো বাস্তবায়ন করে দেশকে বিশ্বের দরবারে নতুনরুপে পরিচিত করেছেন। পদ্মা সেতু বাস্তবায়ন করে দক্ষিণ বঙ্গের মানুষের ভাগ্য বদলে দিয়েছেন। আমি গ্রামে যাই পদ্মা সেতু পাড়ি দিয়ে। অসুস্থ বাবাকে নিয়ে ফেরিতে পদ্মা পাড়ি দিয়ে ঢাকায় আসার পথে বলতাম, "আব্বা আর ক'টা দিন কষ্ট করেন। ইনশাআল্লাহ কেমোথেরাপির এই ধকল নিয়ে আপনাকে আর ফেরির জন্য অপেক্ষা করতে হবে না।"সেই প্রমত্ত পদ্মা এখন চোখের পলকে পার হয়ে যাবার সময় আমি অনুভব করতে পারি আপনি কীভাবে এদেশের মানুষের চিরায়ত দুঃখের গল্পগুলোকে আনন্দের আখ্যানে পরিণত করেছেন। ২০৪১ সালের মধ্যে এদেশকে স্মার্ট বাংলাদেশ তথা বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলায় রূপান্তরের যে নিরন্তর প্রচেষ্টায় আপনি আত্মনিয়োগ করেছেন, আপনাকে আমরা কথা দিতে চাই, আমরা হবো আপনার সেই স্বপ্নরথের সারথী। অজপাড়াগাঁয়ের ভূমিহীন কৃষকের যে ছেলেটি আজ প্রজাতন্ত্রের নবীন কর্মচারি, জাতির ঋণ পরিশোধের সামান্য সুযোগও সে হাতছাড়া করবে না ইনশাআল্লাহ।

পরিশেষে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে নিজেকে যেন নিয়োজিত রাখতে পারি সেই দোয়া ও আশীর্বাদ চেয়ে আমার বক্তব্য এখানে শেষ করছি।

সবাইকে ধন্যবাদ।

জয় বাংলা।